রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, সেপ্টেম্বর ৯, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২২ ভাদ্র ১৪২৭/০৬ সেপ্টেম্বর ২০২০

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৯.১৯৮—মুক্তিযুদ্ধের ৪ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার বীর উত্তম জনাব চিত্তরঞ্জন দত্ত গত ২৫ আগস্ট ২০২০ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর।

২। বীর উত্তম চিত্তরঞ্জন দত্ত-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১৬ ভাদ্র ১৪২৭/৩১ আগস্ট ২০২০ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা : ১৬ ভাদ্র ১৪২৭ / ৩১ আগস্ট ২০২০

মুক্তিযুদ্ধের ৪ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার বীর উত্তম জনাব চিত্তরঞ্জন দত্ত গত ২৫ আগস্ট ২০২০ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর।

জনাব চিত্তরঞ্জন দত্ত ০১ জানুয়ারি ১৯২৭ তারিখে তদানীন্তন ব্রিটিশ ভারতের আসামের শিলংয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে পরিবারের সঙ্গে তিনি তাঁদের পৈত্রিক নিবাস বাংলাদেশের হবিগঞ্জ জেলায় চলে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

জনাব চিত্তরঞ্জন দত্ত হবিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং খুলনার দৌলতপুর কলেজ থেকে বি.এসসি. ডিগ্রি অর্জন করেন।

বর্ণাঢ্যময় জীবনে জনাব চিত্তরঞ্জন দত্ত ১৯৫১ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কমিশন্ডপ্রাপ্ত হয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। পঁয়ষট্টির পাক-ভারত যুদ্ধে তিনি আসালংয়ে একটি কোম্পানির কমান্ডার হিসাবে সৈনিক জীবনের প্রথম যুদ্ধে অবতীর্ণ এবং বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জনাব চিত্তরঞ্জন দত্ত একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুক্তিযুদ্ধকালে গঠিত ১১ টি সেক্টরের মধ্যে ৪ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হন জাতীয় এই বীর। তাঁর আওতাধীন মুক্তিযোদ্ধাদের মানসিকভাবে উজ্জীবিত রেখে অসীম ধৈর্য্য ও বীরোচিত সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন এই অধিনায়ক। তাঁর সুনিপুণ রণকৌশল, কার্যকর নির্দেশনা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ৪ নম্বর সেক্টর এলাকায় সংগঠিত যুদ্ধসমূহে মুক্তিযোদ্ধাগণ অশেষ নির্ভীকতা ও গৌরবোদীপ্ত বীরত্বের সঙ্গে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য জনাব চিত্তরঞ্জন দত্ত-কে বীর উত্তম পদকে ভূষিত করা হয়।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে জনাব চিত্তরঞ্জন দত্ত সেনাবাহিনীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৭২ সালে রংপুরে ব্রিগেড কমান্ডার হিসাবে নিযুক্ত হন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য সীমান্ত রক্ষা প্রহরী গঠনের দায়িত্ব প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তিনি 'বাংলাদেশ রাইফেলস' নামে সীমান্ত রক্ষা প্রহরী গঠন করেন যা বর্তমানে 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ' নামে পরিচিত। তিনি এ বাহিনীর প্রথম মহাপরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে জনাব চিত্তরঞ্জন দত্ত মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান, বিআরটিসি'র চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ১৯৮৪ সালে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

জনাব চিত্তরঞ্জন দত্ত বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন। এছাড়া, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন।

জনাব চিত্তরঞ্জন দত্ত-এর মৃত্যুতে জাতি একজন দেশপ্রেমিক বীর মুক্তিযোদ্ধাকে হারাল।

মন্ত্রিসভা বীর উত্তম জনাব চিত্তরঞ্জন দত্ত-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd